মানুষের পক্ষেই শ্রীহরির কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি মুখ্য অবশ্যকর্ত্তব্য। "মুখবাহুরূপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ" ইত্যাদি ১১।৫।২—৩ শ্লোকে শ্রীচমস যোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—দ্বিতীয়পুরুষ গর্ভোদশায়ী শ্রীপ্রদ্যুম্নের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ঐ পুরুষের জঘন, হৃদয়, বক্ষস্থল ও মস্তক হইতে যথাক্রমে সত্ত্বাদিগুণের সহিত গৃহাশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস নামক চারিটি আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীহরির সহিত অভিন্ন পুরুষই এই চারিটি বর্ণ আশ্রমের জনক। এই চারিবর্ণী ও চারি আশ্রমীর মধ্যে যদি কেহ নিজ পিতা শ্রীভগবান্‌কে ভজন না করে, প্রত্যুত অবজ্ঞাই করে। তাহা হইলে সেই পিতৃদ্রোহী পাতকী নিজ উচ্চস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে। "গৃহস্থস্যাপৃত্যৌ গন্ত সর্ব্বেষাং মৃত্যুপাসনম্।" শ্রীএকাদশস্কন্ধোক্ত এই বচনে সর্ব্ববর্ণী ও সর্ব্ব আশ্রমীরই শ্রীভগবদুপাসনার অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য, কখনও শ্রীবিষ্ণুকে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। নিখিল বিধি শ্রীবিষ্ণুস্মরণেরই কিঙ্কর, আবার নিখিল নিষেধ শ্রীবিষ্ণুবিস্মরণেরই কিঙ্কর। রাজার সম্মানে যেমন কিঙ্করগণের সম্মান করা হয়, তেমনি নিখিল বিধি ও নিষেধের রাজা শ্রীবিষ্ণুস্মরণের ও বিস্মরণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেই কিঙ্কররূপ নিখিল বিধি ও নিষেধের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়—ইত্যাদি প্রমাণে ভগবদ্ভক্তির নিত্যত্ব ও অবশ্যকর্ত্তব্যত্বাদির প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব, সুখসাধ্য কীর্তন, স্মরণ ও প্রণাম এই তিনটির একটিও না থাকিলে অবশ্যই অন্য অঙ্গভক্তির অনুষ্ঠানের অভাব হইবেই। এই অভিপ্রায়েই সামান্যরূপেই শ্রীবিষ্ণুকৃত্যরহিত হইয়া পড়িবে। সেইজন্যই ধর্ম্মরাজ যম বলিলেন—"অকৃতবিষ্ণুকৃত্যম্" অর্থাৎ এই তিনটির একটিও যাহাতে নাই, তাহাতে বুঝিতে হইবে শ্রীবিষ্ণুসম্বন্ধী কোন কৃত্যই নাই; অতএব, সেইসকল অসৎগণকে আমার নিকটে লইয়া আইস। এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—মূলশ্লোকে করণস্থানীয় জিহ্বা, চিত্ত ও মস্তককে কর্ত্তৃস্থানীয়রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যে জন জিহ্বার দ্বারা শ্রীহরির নাম গুণকীর্ত্তন না করে, ইত্যাদিরূপে উল্লেখ না করিয়া যাহার জিহ্বা শ্রীহরির নাম গুণকীর্ত্তন না করে—এইরূপ জিহ্বা